মুহিব খান

নতুন ঝড়

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

যারা আমাকে ভালোবাসেন
এবং আমিও ভালোবাসি।
যারা আমাকে ভালোবাসেন না
কিন্তু আমি ভালোবাসি।

লেখকের কথা

২০১৩ থেকে ২০১৭ সময়কালে লেখা আমার কিছু কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হলো, *নতুন ঝড়*। কবিতাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও কারণে লেখা হয়েছে। আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত (২০১৩-২০১৫) দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক লিখনীতে 'কবিতা কলাম' শিরোনামে মাঝে মাঝে প্রকাশিত সমসাময়িক কবিতাগুলো এতে রয়েছে।

আবার ইচ্ছে করে বা ভেবে-চিন্তে লেখা নয়; এমন কিছু আকস্মিক 'ইলহামী' কবিতাও এ বইয়ে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট নয়; তবে আমার কাছে জাজ্বল্যমান সত্য।

রয়েছে আরও কিছু স্বতন্ত্র কবিতা।

বইটি প্রকাশ ও বাজারজাত করেছে *রাহনুমা প্রকাশনী*। কবিতাগুলো আমার পছন্দের। হয়তো পাঠকেরও ভালো লাগবে।

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
জানুয়ারি ২০১৮ ঈ.

মুহিব খান

সূচিপত্র

মরিচিকাময় কবি—১৫
পূর্ণ মানব—১৬
জ্ঞানী ও মুর্খ—১৭
কবুওয়ত—১৯
মহাবিজয়ের পথে—২১
বাঙালি মুসলমান—২২
তুমি জাগলেই...—২৫
অভিসম্পাত!—২৭
ছুটে এসো—৩০
নতুন ঝড়—৩৪
তুমি হারবেই!—৩৮
ছাড়বো না আমরাও—৪০
চরমপত্র—৪২
এ আগুন জ্বলবেই!—৪৪
দেশ চালাবো আমরা—৪৮
বদলা নেবে জাতি—৫০
বন্ধ কর এ রাজনীতি!—৫৩
হেফাজত সমীপে—৫৫
আসবো আবার ফিরে—৫৯
আগুন জ্বালো—৬২

হাড্ডি ওদের ফাটা!—৬৪
তোদের শিকড় নাই—৬৭
চপেটাঘাত—৬৯
আবার জেগে উঠো—৭১
ডাল মে হ্যায় কুছ কালা—৭৪
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম—৭৬
মূর্তি সরা—৭৮
তুফান তোলো—৭৯
হাসি-হাসাই—৮১
সকলের মাঝে রই—৮৩
লজ্জিত হও!—৮৫
কাবার ইমাম!—৮৮
হে আরাকান!—৯০
যাচ্ছি চলে– আসসালাম...—৯৩
মরুর আঙিনায়—৯৪
সামনে বিপদ—৯৬
পীরের রাজ—৯৭
আমরাই সেরা, সব জানি—৯৮
সবে এক হও—৯৯
বাঁচাও দ্বীন—১০০
সুন্নতী—১০২
কেমন মুমিন!—১০৫
ওয়ারিসান শুধু আমরা নই—১০৮

আপাতত থাক!—১১১
হবে কী উপায়!—১১৪
মরণের আগে—১১৫
ওরা তো জানে না!—১১৮
নাম লেখান—১২০
ক্ষমা কর দয়াময়!—১২১
হে আরসালান!—১২৩
ছাড়বো না আমরাও—১২৫
এ আগুন জ্বলবেই!—১৩১
হাড্ডি ওদের ফাটা!—১৩৪
বদলা নেবে জাতি—১৩৬
‘ডাল মে হ্যায় কুছ কালা’—১৩৮

মরিচিকাময় কবি

আমি শতাব্দীকাল পরে পরে আসি
তোমাদের এই ভীড়ে।
আমি আমাকে চেনার আগেই আবার
মহাকালে যাই ফিরে।

আমি উপহাস লয়ে অভিমানে মরি,
ইতিহাস হয়ে বাঁচি।
আমি ধরণীর দূরে চলে গিয়ে থাকি
হৃদয়ের কাছাকাছি।

আমি অন্তঃর্জ্যোতি দর্শনকামী
গুপ্ত সাধক-ধ্যানী
আমি প্রণয়-পিয়াসী, প্রলয়-বিলাসী
সুপ্ত-তত্ত্ব জ্ঞানী।

আমি সৃষ্টির রঙে স্রষ্টার আঁকা
রহস্য এক ছবি।
আমি কর্দম-জ্যোতি মিশ্রিত প্রাণ
মরিচিকাময় কবি।

পূর্ণ মানব

নিজকে বানাও এমন যেন ভক্তিতে রয় আকাশ নুয়ে
শক্ত পাথর ফুল হয়ে যায় তোমার প্রাণের পরশ ছুঁয়ে।
তোমার ক্ষমার আকাশ তলে আশ্রিত হয় নিন্দুকেরা
তোমার দয়ার সাগর জলে সিঞ্চিত হয় দুশমনেরা।

তোমার প্রেমের বৃষ্টি ফোটায় তৃষ্ণা মেটায় চাতক শত
ধৈর্যধারায় যায় ধুয়ে সব ভগ্ন মনের আঘাত ক্ষত।
তোমার মুখের সত্যসুধায় মিথ্যেরা মুখ লুকায় লাজে
তোমার হাসির স্বর্গশোভায় দিগ্বিজয়ের ডঙ্কা বাজে।

উন্নত ব্যক্তিত্ব বানাও, বিশ্ব পায়ে পড়ুক লুটে
প্রজ্ঞা জ্বেলে পথ খুঁজে নাও, জ্ঞানের সকাল উঠুক ফুটে।
তোমার ধ্যানের সাধন বলে কুলকায়েনাত জাগুক রাতি
তোমার রূপের নিবীড় মায়ায় প্রকৃতি হোক তোমার সাথী।

স্রষ্টা মহান গর্বিত হোন তোমার মতোন সৃষ্টি নিয়ে
স্বর্গ নিজেই নন্দিত হোক সুখ-সমাহার তোমায় দিয়ে।
তোমার তরেই নির্মিত হোক স্মৃতির মিনার সব হৃদয়ে
তোমার নিলোভ মনের টানে সবকিছু যাক তোমার হয়ে।

নিজকে বানাও পূর্ণ মানব, মন মননে শুদ্ধতম
সবার তরে সুবাস বিলাও সার্বজনীন পুষ্পসম।
ধর্ম সমাজ শিক্ষা তোমায় মানুষ বানাক পূর্ণরূপে
অর্ধ-মানব পশুর অধম বর্বরতার অন্ধকূপে।